দৈনিক ইনকিলাব

09 AUG 198
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ২ ...

031

নিরপেক্ষ কমিটি কর্তৃক খাতা পুনঃপরীক্ষার দাবী

এস এস সি পরীক্ষার মেধা তালিকায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

চলতি বছরে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষার ফলাফল ও মেধা তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঘোষিত মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীসহ কয়েকটি বিশিষ্ট স্কুলের ১০/১২ জন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ এ বছরের প্রকাশিত মেধা তালিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। তারা সংশ্লিষ্ট খাতাসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনার দাবী জানিয়েছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ঢাকা বোর্ড অফিসে দরখাস্ত পেশ করেছেন বলে জানা গেছে।

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চলতি সালে অনুষ্ঠিত এস এস সি পরীক্ষার মেধা তালিকার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীসহ কয়েকটি বিশিষ্ট স্কুলের ১০/১২ জন ছাত্র-ছাত্রী, তাদের শিক্ষক, অভিভাবক এবং, প্রধান শিক্ষকদের দাবী হচ্ছে যে, ঢাকা বোর্ডে এ বছর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মেধা তালিকা প্রস্তুতি করা হয়েছে। তাদের মতে, এ পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে কয়েকটি বিশিষ্ট স্কুলের বেশকিছু ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের প্রাপ্য নম্বর থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মেধা তালিকা প্রস্তুতির পূর্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে প্রথমেই বিভিন্ন স্কুল থেকে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার মত সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের একটি তালিকা তৈরী করা হয়। তালিকা সংগ্রহের পর যে স্কুলকে মেধা তালিকার শীর্ষ স্থানে আনা হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সে স্কুলের পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে একটি সুবিধাজনক স্কুলকে বেছে নেয়া হয় এবং পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিশেষ নজরের ব্যবস্থা নেয়া হয়। পরীক্ষার পর পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপে সুবিধা অনুযায়ী খাতা দেখতে দেয়া হয়। খাতা দেখার পর শুরু হয় পরবর্তী পর্যায়ের কাজ; অর্থাৎ মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থানপ্রাপ্ত স্কুলসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের খাতা কয়েকজন পূর্ব নির্ধারিত প্রধান পরীক্ষকের নিকট প্রদান করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থানপ্রাপ্ত ছাত্রের পিতা যে শিক্ষক সংগঠনের মহাসচিব, উল্লেখিত প্রধান পরীক্ষকগণ সে সংগঠনেরই কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ। পছন্দ-মাফিক প্রধান পরীক্ষকদের দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কুলের খাতা পরীক্ষা করাতে গিয়েই এ বছর ঢাকার খাতা পুনরায় পরীক্ষার জন্যে ঢাকায় রাখতে হয়েছিল। এবং মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থানপ্রাপ্ত স্কুলের দু'জন প্রধান পরীক্ষকও ঢাকার খাতা পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

উল্লেখিত প্রধান পরীক্ষকগণ খাতাগুলোতে প্রাপ্য নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ নম্বর দেয়ার এবং কর্তনের অধিকার প্রয়োগ করে মেধা তালিকা প্রস্তুতে সহায়তা করেছিলেন বলে জানা গেছে। পরবর্তীতে টেবুলেটিং- চলাকালীন সময়েও সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের নম্বর কম-বেশী করার সন্দেহ প্রকাশ করে অভিযোগ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের টেবুলেশন বই (১ নং থেকে ৮ নং) সমূহ বোর্ডের একজন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিল। উল্লেখ্য, টেবুলেটিং চলাকালীন সময়ে পত্রিকা অফিস থেকে ঢাকা বোর্ডের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ঢাকা মহানগরীর ছাত্রদের টেবুলেশনের অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা এ ব্যাপারে অবগত নন বলে জানান।

অভিযোগে জানা গেছে, মেধা তালিকা প্রস্তুতের পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্যে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নীতি-বহির্ভূত শিক্ষকদেরকে টেবুলেটর, পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ওদিকে কয়েকটি বিশিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ অভিযোগ করেছেন, তাদের স্কুলের এমন কতগুলো ছাত্র-ছাত্রীর নাম মেধা তালিকায় আসেনি, যারা পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্ট পুলে প্রথম অথবা দ্বিতীয় হয়েছিল এবং গত টেস্ট পরীক্ষায় তাদের মোট নম্বর ৮শ'র বেশী ছিল। অভিযোগকারী ঐ সকল স্কুলগুলোর গত কয়েক বছরের টেস্ট এবং এস এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, প্রতিবারই এস এস সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর টেস্ট পরীক্ষার নম্বরের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবার দেখা গেছে, টেস্টের চেয়ে এস এস সি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কম হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের ব্যক্তিগত অভিযোগ ইতিমধ্যেই পত্রিকান্তরে প্রকাশ পেয়েছে।

অভিযোগ করা হয়েছে, এ বছর মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার মত অথবা স্থান পেলেও যাদের আশাতীত ফল হয়নি তাদের এক বা একাধিক বিষয়ের নাম্বার এমন কম হয়েছে যা অন্যান্য নাম্বারের সাথে বেমানান। স্কুল জীবনে তারা কোন দিনই এ ধরনের নাম্বার পায়নি এবং যে কোন নিরপেক্ষ বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ নিম্ন গ্রেডের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐসব বিষয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বাংলা, ভূগোল, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও অংকের বেলায় এবং এ বিষয়গুলোর প্রধান পরীক্ষক ছিলেন ঢাকায়।

মেধা তালিকায় স্থান পায়নি এমন একজন ছাত্র সম্পর্কে মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্রের সংগে আলাপ করলে তারা জানায়, উক্ত ছাত্রটি বরাবরই তাদের চাইতে ভাল ছাত্র এবং সে মেধা তালিকায় প্রথম হবে বলে তাদের ধারণা ছিল।

মেধা তালিকায় নাম না আসায় ২/১টি স্কুল থেকে এমন অভিযোগ উঠেছে যে, ঢাকা বোর্ডের জনৈক কর্মকর্তার এবং ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক নেতার ছেলে অথবা মেয়ে ভর্তি না করার কারণে তাদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। পরে অবশ্য তাদেরকে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে ভর্তি নেয়া হয়েছিল।

পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মেধা তালিকা প্রস্তুতের সপক্ষে আরেকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে। অভিযোগে বলা হয়েছে, গত এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মোহাম্মদ মাসউদুর রহমান ও লুতফুল ওয়াহাব চতুর্থ শ্রেণী থেকে ঐ স্কুলে একই শ্রেণীর সহপাঠী ছিল। গত এস এস সি'র টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত উভয়ে প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতো। সাধারণতঃ অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় লুৎফুল প্রথম ও মাসউদুর রহমান দ্বিতীয় হতো এবং বার্ষিক পরীক্ষায় মাসউদুর রহমান প্রথম ও লুৎফুল দ্বিতীয় হতো। গত টেস্ট পরীক্ষায় মাসউদুর রহমান প্রথম ও লুৎফুল ওয়াহাব দ্বিতীয় হয়েছিল এবং উভয়ের প্রাপ্ত মোট নম্বরের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ৩ নম্বর।

অভিযোগে বলা হয়েছে, মাসউদুর রহমানের পিতা ল্যাবরেটরী স্কুলের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক নেতা থাকার

কারণেই না-কি লুৎফুল ওয়াহাব দ্বিতী
হতে পারেনি। ল্যাবরেটরী হাই স্কুলে
সেকেণ্ড বয় হয়েও লুৎফুল মে
তালিকায় স্থান পায়নি অথচ তার নীচে
অনেক ছেলে মেধা তালিকায় স্থা
পেয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
অন্যান্য শিক্ষকগণ লুৎফুলের এ রেজা
মেনে নিতে পারেননি বলে প্রধান শিক্ষ
নিজে বোর্ডে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযো
করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, পরিকল্পিতভা
মেধা তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে বো
কর্তৃপক্ষ যে সব অঘটন ঘটিয়েছেন তা
করে বিশিষ্ট কয়েকটি স্কুলের ব
ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে।

সম্পরতি এস এস সি পরীক্ষার ফলাফ
প্রকাশের পূর্বে এবং পরে মেধা তালিক
সম্পর্কে পত্রিকান্তরে এবং বিভিন্ন দি
থেকে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হওয়
সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা
অভিজ্ঞজনরা বীতশ্রদ্ধ। এছাড়া বোর্ডে
পরীক্ষা শাখায় ডেপুটেশনে আসা একজ
কর্মকর্তাকে ১০ বছর যাবত নিয়োজি
রাখার ঘটনা এবং প্রায় প্রতি বছর
পরিকল্পিতভাবে মেধা তালিকা তৈরী
সাথে একটি গোপন যোগসূত্র রয়ে
বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে
সম্প্রতি প্রকাশিত এস এস সি পরীক্ষা
মেধা তালিকা প্রস্তুতের প্রশ্নে সংশ্লি
সকলের দাবী হচ্ছে ঘটনার সা
জড়িতদের শাস্তি প্রদান এবং একজ
বিচারকের তত্ত্বাবধানে ঢাকার কয়েক
বিশিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অভিজ্ঞ
ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নিরপেক্ষ তদ
কমিটির মাধ্যমে অভিযোগকার
ছাত্র-ছাত্রী ও মেধা তালিকা
স্থানপ্রাপ্তদের খাতাসমূহ পুনঃ তুলনামূল
পর্যালোচনা করলে বহু অপ্রকাশিত তথ
উদ্‌ঘাটিত হবে। যেমনটি হয়েছিল ১৯
সালে।